ইউনিট ১১

অশুদ্ধি সংশোধন ও সমন্বয় লিখন
(Rectification of Errors and Adjusting Entries)

ভূমিকা

ব্যবসার লেন-দেন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তা হিসাবের প্রাথমিক বই জাবেদায় লিপিবদ্ধ করতে হয়। এরপর খতিয়ানে স্থানান্তর, রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ও সর্বশেষে চূড়ান্ত হিসাব করতে হয়। এ সব কাজের প্রতিটি স্তরে, ভুল হতে পারে। হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে ভুল একটি বিপদজনক বিষয়। হিসাবরক্ষকের অসাবধানতা এবং হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে সমস্ত ভুল সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আপনি ৯ নং ইউনিটে পড়েছেন, হিসাবরক্ষকের ভূলের কারণে কোন সময় রেওয়ামিল মেলে না, আবার রেওয়ামিল মিললেও কিছু কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। ব্যবসায়ের সঠিক চিত্র প্রতিফলনের জন্য চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে তাই সমস্ত ভুল চিহ্নিত করে সমন্বয় করতে হয়। এভাবে ব্যবসায়ের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করাই হিসাবরক্ষণের অন্যতম কাজ। তবে ভুল ধরা পড়লে ইচ্ছে করলেই কেটে মুছে শুদ্ধ করাও হিসাব শাস্ত্রের নীতি নয়। এজন্য এক বা একাধিক জাবেদা লিখতে হয় যাকে ভুল সংশোধনী জাবেদা বলে। এভাবে হিসাবগুলিকে ত্রুটিমুক্ত করে চূড়ান্ত হিসাব শুরু করতে হয়।

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি ভুলের শ্রেণীবিভাগ, অনিশ্চিত হিসাব, ভুল সংশোধনের নিয়ম এবং এ সংক্রান্ত জাবেদা লিখন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে পারবেন।

পাঠ-১

অশুদ্ধি শ্রেণীবিভাগ
Classification of Errors

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ভুলসমূহের উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

হিসাবের প্রাথমিক বই থেকে যখন খতিয়ানে হিসাব লেখা হয়, খতিয়ানের জের টানার সময়, রেওয়ামিলের যোগফল নির্ণয়ের সময় এবং খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে জেরগুলো তোলার সময় যে ভুল হয় তা সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু এমন কিছু ভুল আছে যা রেওয়ামিল মিললেও সহজে ধরা পড়ে না। হিসাবশাস্ত্রের হিসাব লিখন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলেই শুধু সে ভুলগুলো ধরা যায়। হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ভুলগুলোকে সাধারণভাবে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ নীতিগত ভুল এবং করণিক ভুল। করণিক ভুল আবার চার প্রকার। যথা ঃ

- বাদ পড়ার ভুল
- লেখার ভুল
- পরিপূরক ভুল এবং
- বেদাখিলার ভুল। বেদাখিলার ভুলকে কেউ কেউ লেখার ভুলের অন্তর্ভুক্ত করে করণিক ভুলকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন।

নিম্নে এ শ্রেণীবিভাগকে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

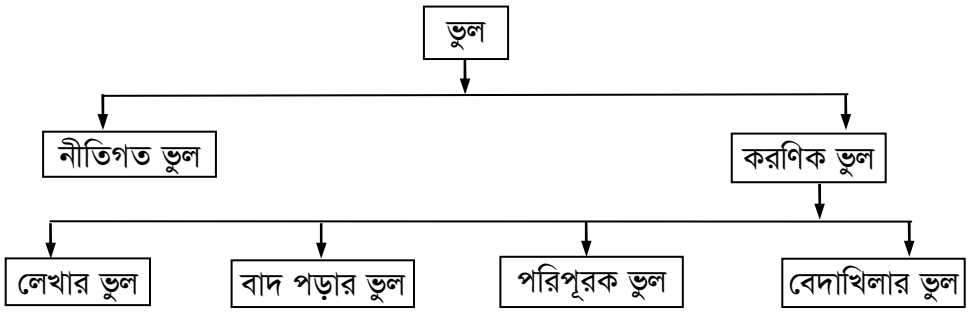

মোট ৫ প্রকার বা ৪ প্রকার ভুল হলেও এর কোনটার সাথে এক বা একাধিক হিসাব খাত জড়িত থাকে যার সব খাতের জন্য সংশোধনী জাবেদা লিখতে হয়। এদিক বিবেচনা করলে ভুলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ একটি মাত্র হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ভুল এবং দুই বা ততোধিক হিসাবের সাথে জড়িত ভুল। আবার এর প্রতিটির তিনটি করে পর্যায় রয়েছে। যথাঃ

- রেওয়ামিল তেরীর পূর্বে ধৃত ভুল
- রেওয়ামিল তৈরীর পরে কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে ধৃত ভুল; এবং
- চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পরে ধৃত ভুল।

নিম্নে সংক্ষেপে এদেরও একটি চিত্র দেয়া হল ঃ

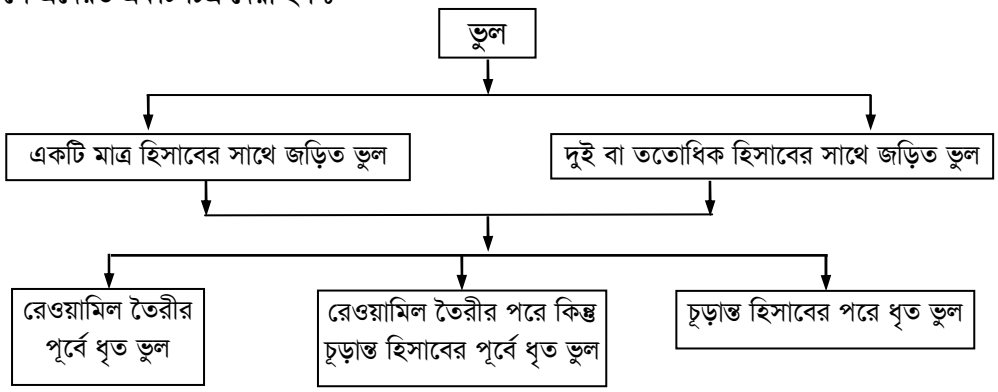

নিম্নে এ সমস্ত ভুলের আলোচনা করা হলো ঃ

১. **নীতিগত ভুল (Errors of Principle) ঃ** আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন যে, ব্যবসার কিছু আয়-ব্যয় রয়েছে মুনাফাজাতীয় এবং কিছু আয়-ব্যয় রয়েছে মূলধন জাতীয়। লেন-দেনের স্বরূপ বুঝে তা হিসাবভুক্ত করতে হয়। ধরুন, কলকব্জার সামান্য মেরামত করা হল। এটিকে অবশ্যই মুনাফাজাতীয় খরচ হিসেবে জবঢ়ধরৎং বা মেরামত হিসাবে ডেবিট করা উচিত। কিন্তু এ খরচ যদি কলকব্জা হিসাবে ডেবিট করা হয় তাহলে ডেবিট হলেও এটা নীতি সিদ্ধ হ'ল না [ইউনিট-১২ তে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হবে]। এমনিভাবে, অনিশ্চিত দেনার জন্য কোন সঞ্চিতি রাখা হল না, অবচয় ধার্য করা হল না এর জন্য কোন ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাও রাখা হলনা, বকেয়া বা অগ্রীম আয়-ব্যয় হিসাবে লেখা হলনা-ইত্যাদি সবই হিসাব শাস্ে *র নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অসচেতনতার জন্য হয়ে* থাকে যা মারাত্নক ভুল। সুতরাং **হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে হিসাবনীতি থেকে বিচ্যুতির ফলে যে ভুল হয় তাকে নীতিগত ভুল বলে।**

২. **করণিক ভুল (Clerical Errors) ঃ** লেন-দেন হিসাবভুক্ত করার সময় হিসাবে যে ভুল হয় তাকে করণিক ভুল বলে। এ ভুল মূলতঃ লেখা-যোখার সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে এ ভুলের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো ঃ

   ক) **বাদ পড়ার ভুল (Errors of Omission) ঃ** কোন লেন-দেন হিসাবের প্রাথমিক বই বা খতিয়ানে সম্পূর্ণ না লেখার জন্য যে ভুল হয় তাকে বাদ পড়ার ভুল বলে। এতে রেওয়ামিলে কোন প্রভাব পড়েনা কিন্তু হিসাবে ভুল

থেকে যায়। যেমন-১০,০০০ টাকার পণ্য বাকীতে ক্রয় করা হলো কিন্তু ক্রয় বইতে লেখা হলনা এবং পাওনাদারের হিসাবেও লেখা হলনা।

খ) **লেখার ভুল (Errors of Commission) ঃ** এটা মূলতঃ অংক লেখা সংক্রান্ত ভুল। অর্থাৎ **প্রাথমিক বইতে লেখা বা প্রাথমিক বই থেকে খতিয়ানে তোলার সময় অংক লিখতে যে ভুল হয় তাকে লেখার ভুল বলে।** এ ভুল পরিমাণে, যোগে, বিয়োগে ইত্যাদি ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন-ক্রয় হিসাব ৫০,০০০ টাকা হওয়ার কথা কিন্তু এ অংক প্রথম থেকেই ৫,০০০ টাকা হিসেবে লেখা হচ্ছে অথবা জাবেদায় ঠিকই লেখা আছে কিন্তু খতিয়ানে তুলতে যেয়ে ৫০,০০০ এর জায়গায় ৫,০০,০০০ লেখা হল। আবার জের টানার সময় যোগ-বিয়োগে ভুল হতে পারে। এসবই লেখার ভুল।

গ) **পরিপূরক ভুল (Compensating Errors) ঃ** এটা ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া ভুল যা ধরা কঠিন। **অর্থাৎ যখন একটি ভুল অন্য কোন ভুল সংঘটিত হওয়ায় পূরণ হয়ে যায় তখন তাকে পরিপূরক ভুল বলা হয়।** এতে রেওয়ামিলে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়তে পারে কিন্তু হিসাবের ভুল ঠিকই থেকে যাবে। যেমন-ক্রয় হিসাবে ২৩,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩২,০০০ টাকা ডেবিট করা হ'ল। আবার বিক্রয় হিসাবে ৩৪,০০০ এর স্থলে ৪৩,০০০ টাকা ক্রেডিট করা হ'ল।

ঘ) **বেদাখিলার ভুল (Errors of Misposting) ঃ প্রাথমিক বই থেকে হিসাব খতিয়ানে তোলার সময় একটা হিসাবের পরিবর্তে অন্য হিসাবের সঠিক দিকে লিখলে যে ভুল হয় তাকে বেদাখিলার ভুল বলে।** এতেও রেওয়ামিলে কোন প্রভাব পড়ে না কিন্তু বিরাট ভুল থেকে যায়। যেমন ঃ জনাব সুমনের নিকট থেকে জনাব রিমন ৫,০০০ টাকা পেলেন। এখন, ৫,০০০ টাকা রিমনের নগদান বইতে ডেবিট করতে হবে কিন্তু তা না করে জনাব রিয়াজের হিসাবে ডেবিট করা হল। এতে রেওয়ামিল মিলবে কিন্তু হিসাবে ভুল থেকে যাবে।

লেখার ভুল ও বেদাখিলার ভুলকে কোন কোন হিসাব শাস্ত্রবিদ পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত না করে উভয়টিকে লেখার ভুল বলেছেন। একটা অংকে ভুল লেখা এবং অন্যটি হিসাবে ভুল লেখা। পার্থক্য শুধু এতটুকুই। এ হিসাবে করণিক ভুল হয় তিনি প্রকারের।

হিসাবখাতের সাথে জড়িত ভুলসমূহ ঃ

১. **একটি মাত্র হিসাবের সাথে জড়িত ভুল (Errors affecting only To one account) ঃ** যে ভুলের ফলে ডেবিট বা ক্রেডিটের একটি মাত্র দিক প্রভাবিত হয় তাকে একটি মাত্র হিসাবের সাথে জড়িত ভুল বলে। যেমন-ধারে ১০,০০০ টাকার পণ্য কেনা হলে এবং ক্রয় হিসাবে ঠিকই ১০,০০০ টাকা ডেবিট করা হলো কিন্তু পাওনাদার হিসাবে ভুল করে ১,০০০ টাকা লেখা হলো। এটি একদিকে ভুল সংঘটনকারী ভুল।

২. **দুই বা ততোধিক হিসাবের সাথে জড়িত ভুল (Errors affecting to two or more Accounts) ঃ** এ ধরনের ভুল ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় পক্ষে প্রভাব ফেলে। সব ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে (নীতিগত ও করণিক) এটা প্রযোজ্য। এ ভুলের জন্য রেওয়ামিল মিলতেও পারে। আবার নাও মিলতে পারে। ভুলটি যদি ডেবিট ও ক্রেডিট উভয় দিকে সমান হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু ভুলটি যদি দুইদিকে অসমান হয় তাহলে রেওয়ামিল মিলবে না। উভয় দিকে অসমান অংক হলে রেওয়ামিল আপাততঃ মেলানোর জন্য অনিশ্চিত হিসাব (Suspense Account) খুলে নিতে হয়। উভয় দিকে সমান অংকে ভুলে হলে এ হিসাব খোলা লাগে না। যেমন-জনাব সালামের নিকট থেকে ধারে ৫,০০০ টাকার পণ্য কেনা হয়েছে যা কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং এ ভুল উভয় দিকেই প্রভাব ফেলবে। এর সংশোধন করতে হলে ক্রয় হিসাবকে ৫,০০০ টাকা দিয়ে ডেবিট করতে হবে এবং সালাম হিসাবকে ৫,০০০ টাকা দিয়ে ক্রেডিট করতে হবে।

এ দু'ধরনের ভুলই রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে, রেওয়ামিল প্রস্তুতের পরে কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে অথবা চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পর যে কোন সময়ে ধরা পড়তে পারে। ভুল সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনার সময় এসব আলোচনা করা হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে পাঁচ প্রকার ভুল হতে পারে যার কোনটি বা সবকটি হিসাবের ডেবিট বা ক্রেডিট দিকের একটি দিকের সাথে জড়িত অথবা উভয় দিকের সাথে জড়িত হতে পারে। আর এসব ভুল রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে বা পরে এমনকি চূড়ান্ত হিসাবের পরও ধরা পড়তে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উভরের পাশে টিক (√) দিন

১. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ভুল কত প্রকার ?

ক) ১ খ) ২

গ) ৩ ঘ) ৫।

২. নীচের কোন্ উত্তরটি সঠিক ?

ক) ভুল রেওয়ামিল প্রস্তুতের পরই ধরা পড়ে

খ) ভুল রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বেই ধরা পড়ে

গ) ভুল রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে, পরে এমনকি চূড়ান্ত হিসাবের পরেও ধরা পড়তে পারে

ঘ) ভুল চূড়ান্ত হিসাবের পরে ধরা পড়তে পারে না।

৩. নিম্নের উক্তিগুলির কোন্টি সঠিক ?

ক) ভুল শুধুমাত্র একটি হিসাব খাতকেই প্রভাবিত করে

খ) ভুল এক বা একাধিক হিসাব খাতকে প্রভাবিত করতে পারে

গ) ভুল দু'টি থাতকেই প্রভাবিত করে

ঘ) উপরের কোনটি ঠিক নয়।

পাঠ-২

অনিশ্চিত হিসাব
Suspense Account

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- অনিশ্চিত হিসাব কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- অনিশ্চিত হিসাব ব্যবহারের উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ করতে পারবেন।

আপনি হিসাবরক্ষক হিসাবে যখন বছর শেষে বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে যাবেন তখন হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত কিছু ভুল সংঘটিত হবে। কিছু ভুল দেখা যাবে বের করা যাচ্ছে সহজে, কিছু ভুল একটু কষ্ট করে বের করা যাচ্ছে এবং কিছু ভুল এমন থাকছে যা শত চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট ঐ তারিখে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনি নিজে মালিক হলে হিসাবের ফলাফল ঐ তারিখে জানতেই হবে। আর যদি উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা আপনাকে হিসাবরক্ষক হিসেবে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে বলেন তাহলেও ঐ দিন আপনাকে চূড়ান্ত হিসাব উপস্থাপন করতেই হবে। যদি আপনার রেওয়ামিল না মেলে তাহলে হাতগুটিয়ে বসে থাকলে কি চলবে ? হিসাব শাস্ে *তাই একটি সাময়িক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে* যার মাধ্যমে রেওয়ামিল মিলিয়ে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা যায়। এ ব্যবস্থার নামই অনিশ্চিত হিসাব খোলা। অর্থাৎ **নিশ্চিতভাবে কোন হিসাব নির্ণয় না করা পর্যন্ত রেওয়ামিল মেলানোর জন্য অন্য যে হিসাবে কোন লেন-দেনের অর্থ লিখে রাখা হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে।** যেমন ঃ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০১ সালে ব্যাংকে ২,০০০ টাকা জমা দেখা গেল কিন্তু কে জমা দিল তা ঐ দিন পর্যন্ত জানা গেল না। এক্ষেত্রে নগদান হিসাবের ব্যাংকের দিক ডেবিট হলেও ক্রেডিট করার কোন দিক পাওয়া গেল না। তাই অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করে ঐ তারিখে রেওয়ামিল মেলাতে হবে। পরবর্তীতে সঠিক খাত খুজে বের করে বিপরীত এন্ট্রি দিয়ে অনিশ্চিত হিসাবকে অবলোপন করতে হবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে কোন লেন-দেনের বা লেন-দেনসমূহের সঠিক হিসাব খাত চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের তারিখেও চিহ্নিত করা না গেলে রেওয়ামিল সাময়িকভাবে মেলানোর জন্য যে হিসাব খোলা হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব (Suspense Account) বলে। মনে রাখতে হবে, এটি একটি সাময়িক হিসাব ব্যবস্থা মাত্র। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি উদাহরণ দেখানো হ'লঃ মনে করি, পরবর্তীতে জানা গেল ঐ জমাদানকারী জনাব খসরুজ্জামান।

তারিখ	জাবেদা	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
৩১ ডিসেম্বর ২০০১	ব্যাংক হিসাব ডেবিট To অনিশ্চিত হিসাব (∵ব্যাংকে অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অর্থ জমা দিয়েছে)	২,০০০	 ২,০০০
০৫ জানুয়ারী ২০০২	অনিশ্চিত হিসাব ..... ডেবিট To খসরুজ্জামান হিসাব (∵ ৩১.১২.০১ তারিখে ব্যাংকে অর্থ জমা হয় যা অনিশ্চিত হিসাবে রাখা ছিল। এখন তা জমাকারীর হিসাবে ক্রেডিট করা হলো)	২,০০০	 ২,০০০

অনিশ্চিত হিসাব ব্যবহারের উদ্দেশ্য (Objectives of using Suspense Account) ঃ

অনিশ্চিত হিসাব বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাখা হতে পারে। প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্যে এ হিসাব খোলা হয়। এবার আসুন উদ্দেশ্য দুটি আলোচনা করা যাক ঃ

১. **পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে হিসাব মিলকরণ ঃ** যখন নির্দিষ্ট তারিখে কোন অর্থের নিশ্চিত খাত সম্পর্কে তথ্য পাওয়া না যায় তখন চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের লক্ষ্যে রেওয়ামিল মিলানোর জন্য অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়। যেমন-কোন ব্যবসায়ী ডাকযোগে ২৫শে ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে ১০,০০০ টাকা পেলেন কিন্তু কে পাঠালো তা তিনি ৩১.১২.২০০২ তারিখেও জানতে পারলেন না। ঐ তারিখে সঠিক হিসাব নির্ণয়ের জন্য তাই তাকে অনিশ্চিত হিসাব খুলে ১০,০০০

টাকা ক্রেডিট করতে হবে। পরে সঠিক হিসাব খাত খুজে বের করে ঐ হিসাবকে ক্রেডিট করে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। এভাবে অনিশ্চিত হিসাবকে শুন্যে পরিণত করতে হবে।

২. **সর্বোত্তম প্রচেষ্টার পরও রেওয়ামিল না মিললে তা মিলকরণ ঃ** রেওয়ামিল না মিললে সর্বাত্ম প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ যাতে ভুল ধরা পড়ে। এভাবে যথাযথ চেষ্টা করার পরও রেওয়ামিলের গরমিলের কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকের বিয়োগফল একটি নতুন হিসাবে রেখে রেওয়ামিল মেলানো হয়। এটিই অনিশ্চিত হিসাব। যে দিকে টাকা কম থাকে অনিশ্চিত হিসাবকে সেদিকে লেখা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা হয়। যেমন-ক্রয় হিসাবরে যোগফল ১০০ টাকা কম লেখা হ'ল যা চূড়ান্ত হিসাবের দিনও খুঁজে পাওয়া গেল না। এক্ষেত্রে ডেবিট দিকে ১০০ টাকা কম থাকবে। ঐ ১০০ টাকা অনিশ্চিত হিসাবে রেখে রেওয়ামিল মেলাতে হবে। পরে লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবকে ডেবিট করে অনিশ্চিত হিসাবকে ক্রেডিট করে অনিশ্চিত হিসাবের জের শুন্যে আনতে হবে। মনে রাখবেন, অনিশ্চিত হিসাবের অনুমতি **হিসাবশাস্ে থাকলেও এর ব্যাপক ও যথেচ্ছা ব্যবহার অনুমোদিত নয়। এতে অলসতা ও প্রতারণা দেখা দিতে পারে। হিসাবে অনিশ্চিত হিসাব না রাখার চেষ্টা করা উচিৎ এবং একান্ত বাধ্য হয়ে রাখা হলেও যতদ্রুত সম্ভব ভুলগুলো খুঁজে বের করে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হবে।**

পাঠ সংক্ষেপ

- প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও রেওয়ামিলের গরমিল না মিললে যে হিসাবের মাধ্যমে সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মেলানো হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে। রেওয়ামিল মেলানোই এর মূল উদ্দেশ্য। এর যথেচ্ছা ব্যবহার অনুমোদিত নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিশ্চিতভাবে কোন হিসাব নির্ণয় না করা পর্যন্ত রেওয়ামিল মেলানোর উদ্দেশ্যে যে হিসাব খোলা হয় তাকে কি বলে ?

ক) চূড়ান্ত হিসাব খ) নগদান হিসাব

গ) অনিশ্চিত হিসাব ঘ) সমন্বয় হিসাব।

২. কোন্টি অনিশ্চিত হিসাব রাখার মূল উদ্দেশ্য ?

ক) রেওয়ামিলের মিলকরণ খ) খতিয়ানের মিলকরণ

গ) চূড়ান্ত হিসাব মিলকরণ ঘ) কোনটি নয়।

পাঠ-৩

অশুদ্ধি সংশোধন
Rectification of Errors

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ভুলগুলি সংশোধন করতে পারবেন।

আপনি দেখেছেন হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত একটি ভুল এক বা একাধিক হিসাবখাতকে প্রভাবিত করে থাকে। এজন্য সংঘটিত ভুল প্রথমে বের করে দেখতে হয় এ ভুল কোন কোন হিসাবকে প্রভাবিত করেছে। যেমন-নামিক হিসাব ভুল হলে তা মুনাফার পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। কারণ সব নামিক হিসাবই ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। এসব ভুল উদ্বর্তপত্রকেও প্রভাবিত করে। কারণ লাভ-ক্ষতি উদ্বর্তপত্রের মূলধন ও দায় পাশে স্থানান্তর করা হয়। আর ব্যক্তি এবং সম্পত্তিবাচক হিসাবগুলো উদ্বর্তপত্রের অংশ বিধায় এ দু'ধরনের ভুল শুধুমাত্র উদ্বর্তপত্রকে প্রভাবিত করে থাকে। এভাবে ভুলটিকে হিসাবের এক দফাকে প্রভাবিত করেছে নাকি একাধিক দফাকে প্রভাবিত করেছে তা বের করার পর প্রয়োজনীয় শুদ্ধি জাবেদার মাধ্যমে সংশোধন করতে হয়। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন ভুল কেটে বা মুছে শুদ্ধ করা হিসাব শাস্ত্রের নীতি নয়।

নিম্নে ভুল সংশোধনের নিয়মাবলী উদাহরণসহ দেখানো হল ঃ

১. **একটি মাত্র হিসাবের সাথে জড়িত ভুল সংশোধন ঃ** এক্ষেত্রে লেন-দেনের একপক্ষ সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত হয় এবং অন্যপক্ষ সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হয় না। জাবেদার কোন একটি হিসাবে যোগের ভুল, জাবেদা থেকে খতিয়ানে কোন হিসাবের অংক তুলার ভুল, জাবেদা থেকে খতিয়ানে হিসাব স্থানান্তরের সময় ভুল, হিসাবে অংক লেখা, কোন একটি খতিয়ানের জের টানার ক্ষেত্রে ভুল, খতিয়ান থেকে রেওয়ামিলে কোন অংক তোলার সময় ভুল ইত্যাদি এ ধরনের ভুলের অন্তর্ভুক্ত। এতে হিসাবের একটি পক্ষ ভুলের শিকার হয়, অন্য পক্ষ সঠিক থাকে। রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে, পরে কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে এবং চূড়ান্ত হিসাবের পরে এ তিন ক্ষেত্রে যদি ভুল ধরা পড়ে তাহলে এদের সংশোধন কিভাবে করা হবে তা নিম্নে দেখানো হ'ল ঃ

ক) **রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ভুল ধরা পড়লে তার সংশোধন (Rectification of Errors Detected before Preparation of Trial Balance) ঃ** রেওয়ামিল তৈরীর পূর্বেই একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী ভুল ধরা পড়লে তার জন্য সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে সংশোধন করার দরকার হয় না। আর মূলতঃ এ ভুলের জন্য রেওয়ামিল মেলে না। তাই ধরা পড়লে ঐ অংকটি কেটে সঠিক অংক লিখে সই করে দিলেই চলে; অথবা ভুল ও শুদ্ধ অংকটির বিয়োগফল যোগ বা বিয়োগ (যেটি প্রযোজ্য) করলেই রেওয়ামিল মিলে যাবে। যেমন-আরশেদ সাঈদের থেকে ১০,০০০ টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করে ক্রয় হিসাবকে ঠিকই ডেবিট করেছেন কিন্তু সাঈদের হিসাবে ভুলে ১,০০০ টাকা লিখেছেন। রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বেই এ ভুল ধরা পড়লে নিম্নোক্তভাবে তা সংশোধন করা যাবে; সাঈদের হিসাবের ক্রেডিট দিকে লেখা ১,০০০ টাকা কেটে ১০,০০০ টাকা লিখতে হবে অথবা ১,০০০ টাকার নীচে (১০,০০০-১,০০০)=৯,০০০ টাকা লিখতে হবে।

খ) **রেওয়ামিল প্রস্তুতের পরে কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে ভুল ধরা পড়লে তার সংশোধন (Rectification of Errors Detected after Preparation of Trial Balance but before Preparation of Final Accounts) ঃ** যদি রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে কোন ভুল ধরা না পড়ে তবে রেওয়ামিলের দু'পক্ষের বিয়োগ ফলকে অনিশ্চিত (Suspense) হিসাব বা গরমিল হিসাব (Difference in Books Account) নামে একটি হিসাব খুলে তাতে রেখে রেওয়ামিল মেলাতে হয়। চূড়ান্ত হিসাব তৈরীর পূর্বে এ ভুল ধরা পড়লে তা যদি একটি হিসাবকে প্রভাবিত করে তাহলে ঐ অনিশ্চিত বা গরমিল হিসাব এবং সঠিক হিসাবকে নিয়ে একটি জাবেদা দাখিলা দিতে হবে। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত হিসাবের বিপরীতে দাখিলা হবে এবং সঠিক হিসাবটির সঠিক দাখিলা হবে। এভাবে অনিশ্চিত হিসাবে কোন জের থাকবে না এবং ভুলটি শুদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন-বিক্রয় বইয়ের যোগফল ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে যা রেওয়ামিল মেলানোর পর ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত হিসাব ক্রেডিট করে রেওয়ামিল মেলানো হয়েছিল বলে ধরতে হবে। কারণ বিক্রয় হিসাবের ক্রেডিট জের হয়ে থাকে। সংশোধনী জাবেদাটি নিম্নরূপ হবে ঃ

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অনিশ্চিত হিসাব ডেবিট To বিক্রয় হিসাব (∵ অনিশ্চিত হিসাবের অর্থ বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হলো)			

গ) **চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পর ধৃত ভুল সংশোধন (Rectification of Errors Detected after Preparation of Final Accounts) ঃ** এক্ষেত্রেও অনিশ্চিত হিসাব খুলে রেওয়ামিল মেলানো হয়েছে এবং চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে নীট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ সঠিক না হওয়ারই কথা। এ পর্যায়ে ধৃত ভুল নিম্নের দু'ভাবে সংশোধন করতে হবে ঃ

র) যদি ভুলগুলি নামিক হিসাবকে প্রভাবিত করে থাকে অর্থাৎ যদি ভুলগুলি ক্রয়, বিক্রয়, বেতন মজুরী, অবচয়, বাট্টা ইত্যাদি সংক্রান্ত হয় তাহলে তা Trading Ges Profit & Loss Account কে প্রভাবিত করবে। যেহেতু বছর শেষে ঐ হিসাবগুলো ঐ দুই হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি বের করা হয়েছে। তাই ঐ হিসাবগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে ধরা হবে। এবং যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বন্টন হিসাবে স্থানান্তর করা হবে। এভাবে অনিশ্চিত হিসাব এবং সমন্বয় হিসাবের জের শুন্যে আনতে হবে। নিম্নে এর একটি উদাহরণ দেয়া হল ঃ ১,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় বইতে লেখা হয়নি যা চূড়ান্ত হিসাবের পরে ধরা পড়েছে।

এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করে রেওয়ামিল মেলানো হয়েছিল। সুতরাং এর সংশোধ করতে হলে নিম্নোক্ত জাবেদা দাখিলা দিতে হবে ঃ

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	লাভ-ক্ষতি সমন্বয় হিসাব------ডেবিট To অনিশ্চিত হিসাব (∵ অনিশ্চিত হিসাবের রাখা অর্থ সমন্বয় করা হল)		১,০০০	 ১,০০০

এখানে উল্লেখ্য, যদি কোন ভুল অন্য কোন ভুলের দ্বারা ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে সমান অংক হয়ে যায় তাহলে এতে যেহেতু লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রভাবিত হয়নি তাই এজন্য কোন সংশোধনী জাবেদার দরকার হবে না।

রর) যদি ভুলগুলি ব্যক্তি বা সম্পত্তিবাচক হিসাবকে প্রভাবিত করে তাহলে ঐ ব্যক্তি বা সম্পদ হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করে অনশ্চিত হিসাবকে সমন্বয় করতে হবে। এভাবে ভুলটি সংশোধিত হয়ে যাবে।

২. **একাধিক হিসাবের সাথে জড়িত ভুল সংশোধন ঃ** এ ধরনের অনেক ভুল হিসাবরক্ষণের সময় হতে পারে। যেমন- জাবেদার কোন লেন-দেন মোটেই লেখা হ'ল না, জাবেদায় লিখলেও দুটি দফাই খতিয়ানে উঠানো হলোনা, ভুল বা শুদ্ধ অংক বেঠিক হিসাবে তোলা হলো, হিসাবের শ্রেণীগত ভুল (নীতিগত) হলো ইত্যাদি। নিম্নে এসব ভুল সংশোধনের পদ্ধতির উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) **রেওয়ামিল প্রস্তুতের পূর্বে ধৃত ভুল সংশোধন ঃ** যদি রেওয়ামিল তৈরীর পূর্বেই দেখা যায় যে কোন হিসাবের ক্ষেত্রে এরূপ দু'দিকে প্রভাব সৃষ্টিকারী ভুল হয়েছে তাহলে প্রথমে সঠিক পক্ষ নির্ণয় করে বিপরীত দাখিলা দিতে হবে। আর যদি তোলাই না হয় তাহলে সঠিকভাবে ডেবিট ও ক্রেডিট এন্ট্রি দিয়ে ঐ খতিয়ানের জের টানলেই হবে। যেমন-জনাব সালাম থেকে ১০,০০০ টাকা পাওয়া গেল যা ভুলক্রমে জনাব কালামের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নোক্ত সংশোধনী জাবেদা দিলে রেওয়ামিলও শুদ্ধ হবে ঃ

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	কালাম হিসাব ..... ডেবিট To সালাম হিসাব (∵সালামের হিসাবের অর্থ কালামের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছিল এবং এখন সংশোধন করা হলো)		১০,০০০	 ১০,০০০

খ) **রেওয়ামিল তৈরীর পর কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে ধৃত ভুল সংশোধন ঃ** এক্ষেত্রে ভুল যদি এমন হয় যাতে ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে সমান অংক ভুল হয়েছে, তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলতে হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকৃত জাবেদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন করতে হবে। যেমন-জনাব সাদেকের নিকট বাকীতে ২,০০০ টাকার পণ্য বিক্রি করা হলো এবং কোন দাখিলা দেয়া হ'লনা। সংশোধনটি হবে নিম্নরূপ ঃ

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সাদেক হিসাব ..... ডেবিট To বিক্রয় হিসাব (∵ সাদেকের নিকট বাকীতে বিক্রয়ের উভয় দাখিলা বাদ পড়েছিল এবং এখন সংশোধন করা হলো)		২,০০০	২,০০০

আর যদি ভুলটি সমান অংকের না হয় তাহলে অনিশ্চিত হিসাব খুলেই রেওয়ামিল মিলানো হয়েছে এবং অনিশ্চিত হিসাবের উল্টা দাখিলা দিয়ে এবং যে হিসাবে ভুল হয়েছে তারও উল্টা দাখিলা দিয়ে সঠিক দাখিলা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন-জনাব শাফায়েত থেকে নগদ ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ভুলক্রমে তা শফিকের হিসাবে ১,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে ক্রেডিট দিকে। সুতরাং সংশোধনী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	শফিকের হিসাব ..... ডেবিট অনিশ্চিত হিসাব ..... ডেবিট To শাফায়েত হিসাব (∵ শাফায়েতের পরিবর্তে শফিকের হিসাবে ৯,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছিল এবং এখন সঠিক হিসাবে ক্রেডিট করা হলো)		১,০০০ ৯,০০০	 ১০,০০০

গ) **চূড়ান্ত হিসাবের পর ধৃত ভুলের সংশোধনী ঃ** এক্ষেত্রে যদি ভুল দুটি সমান অংকের এবং নামিক হিসাবের হয় তাহলে সংশোধনী জাবেদার কোন দরকার হবে না। কারণ এতে লাভ বা ক্ষতির কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু দুটি হিসাবের একটি নামিক বা দু'টিই ব্যক্তি বা সম্পত্তি বাচক হয় তাহলে সংশোধনী দাখিলা দিতে হবে। একটি নামিক ও একটি সম্পদ বা দায় বাচক হিসাব হলে লাভ-লোকসানে সমন্বয় হিসাবের মাধ্যমে নামিক হিসাবটির এবং সম্পত্তি বা দায় হিসাবটির সঠিক জাবেদা দাখিলা দিলেই ভুল সংশোধিত হয়ে যাবে। যেমন-জনাব আশরাফের নিকট থেকে ২,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় হিসাব বইয়ের কোথাও লেখা হয়নি যা চূড়ান্ত হিসাবের পর ধরা পড়েছে। এর সংশোধনী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	লাভ-ক্ষতি সমন্বয় হিসাব ..... ডেবিট To আশরাফ হিসাব (∵ আশরাফ থেকে পণ্য ক্রয় হিসাবভুক্ত হয়নি যা এখন সংশোধন করা হলো)		২,০০০	 ২,০০০

পাঠ সংক্ষেপ

- কোন ভুল যদি একটি হিসাবখাতকে প্রভাবিত করে তাহলে তার সংশোধনীর নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে এবং যদি উক্ত ভুল একাধিক হিসাবকে প্রভাবিত করে তাহলে তার সংশোধনীর জন্যও নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। উক্ত নিয়মানুযায়ী হিসাব সংশোধন করা হলে ব্যবসায়ের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ঃ ১

জনাব সুমনের নিকট ৫,০০০ টাকার পণ্য ধারে বিক্রি করা হয় যা উক্ত হিসাবে ভুলে ৫০০ টাকা ডেবিট করা হয় কিন্তু বিক্রয় হিসাবে ৫,০০০ টাকাই লেখা হয়। কালামের থেকে ২,০০০ টাকা পাওয়া গেল কিন্তু তা ভুলবশতঃ কলিমের হিসাবে ক্রেডিট করা হলো। ক্রয় বইয়ের যোগফল ৩০০ টাকা কম লেখা হয়েছিল। এসব ভুল চূড়ান্ত হিসাবের পূর্বে ধরা পড়েছে। সংশোধনী জাবেদা লিখুন।

সমাধান-১

ভুল সংশোধনী জাবেদা

তারিখ	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	সুমন হিসাব ..... ডেবিট		৪,৫০০	
	To অনিশ্চিত হিসাব.....ক্রেডিট			৪,৫০০
	(যেহেতু সুমনের হিসাবে ভুলে ৪,৫০০ কম লেখা হয়েছিল যা এখন সংশোধন করা হলো)			
	.....			
	কলিম হিসাব ..... ডেবিট		২,০০০	
	To কালাম হিসাব ..... ক্রেডিট			২,০০০
	(যেহেতু কালামের থেকে পাওয়া অর্থ কলিমের হিসাবে ভুলে ক্রেডিট করা হয় যা এখন সংশোধিত হ'ল)			
	.....			
	ক্রয় হিসাব ..... ডেবিট		৩০০	
	To অনিশ্চিত হিসাব.....ক্রেডিট			৩০০
	(যেহেতু ক্রয় বইয়ের যোগফল কম লেখার ভুল সংশোধিত হলো)			

উদাহরণ ঃ ২

একজন ব্যবসায়ী বইতে নিম্নলিখিত ভুলগুলি রেওয়ামিল তৈরীর পর ধরা পড়ল ঃ

ক) আনিকার নিকট থেকে প্রাপ্ত ১,০০০ টাকা আনিকার হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।

খ) সাদিয়ার নিকট ধারে বিক্রয় ৫,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় ফেরত বইতে লেখা হয়েছিল।

গ) কমিশন হিসাবে প্রদত্ত ৫০০ টাকা কমিশন হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছিল।

ঘ) জামালকে পরিশোধিত ৫,০০০ টাকা জামালের হিসাবে ৬,০০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়।

সংশোধনী জাবেদা লিখুন

সংশোধনী জাবেদা

ক্রঃ নং	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	অনিশ্চিত হিসাব ..... ডেবিট		২,০০০	
	To আনিকা হিসাব			২,০০০
	(যেহেতু আনিকার হিসাবে ভুলে দাখিলা সংশোধিত হলো)			
খ.	সাদিয়া হিসাব ..... ডেবিট		৫,০০০	
	To বিক্রয় ফেরত হিসাব			৫,০০০
	(যেহেতু সাদিয়ার নিকট ধারে বিক্রী বিক্রয় ফেরত বইতে লেখার ভুল সংশোধিত হলো)			
গ.	কমিশন হিসাব ..... ডেবিট		১,০০০	
	To অনিশ্চিত হিসাব			১,০০০
	(যেহেতু কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত হিসাব ক্রেডিট করার ভুল সংশোধিত হলো)			
ঘ.	জামাল হিসাব ..... ডেবিট		১১,০০০	
	To অনিশ্চিত হিসাব			১১,০০০
	(যেহেতু জামালের হিসাবের ভুল দফার দাখিলা সংশোধিত হলো)			

উদাহরণ ঃ ৩

রেওয়ামিল তৈরীর পর নিম্নলিখিত ভুলগুলি ধরা পড়েছে। এগুলি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা দেখান ঃ

ক) পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয় ৫,০০০ টাকা বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছিল।

খ) ক্রয় বইতে যোগে ৫০০ টাকা বেশী দেখানো হয়েছে।

গ) মালিক ব্যবসায় থেকে পণ্য উত্তোলন করেছিলেন ১,০০০ টাকার যা ব্যবসায়ের খরচ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।

ঘ) ৩,২০০ টাকার প্রদেয় বিল হুন্ডি লেখকের হিসাবে ২,৩০০ টাকায় ক্রেডিট করা হয়েছিল।

ঙ) নাজিমের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলবশতঃ নিজামের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছিল।

চ) ২,০০০ টাকার মাল বিক্রয় ২০,০০০ টাকায় বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।

ছ) বেতনের ৩,০০০ টাকা জামালের ব্যক্তিগত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।

জ) সালামের নিকট থেকে পাওয়া ৩,০০০ টাকার চালান সালামের হিসাবে ৩,৩০০ টাকায় ডেবিট করা হয়েছিল।

ঝ) রেজার নামে ১০,০০০ টাকার চেক কেটে রাজার হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।

ঞ) নিটল কোং ১,০০,০০০ টাকার কলকব্জা বিক্রয় করে ভুলবশতঃ কলকব্জা হিসাবকে ক্রেডিট করেছিল (নিটল কোং কলকব্জা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান)

সংশোধনী জাবেদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ক.	বিক্রয় হিসাব ..... ডেবিট To আসবাবপত্র হিসাব (∵ পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়, বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করার ভুল সংশোধন করা হলো)		৫,০০০	৫,০০০
খ.	অনিশ্চিত হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয় হিসাব (∵ ক্রয় হিসাবের অতিরিক্ত অর্থ সংশোধন করা হল)		৫০০	৫০০
গ.	উত্তোলন হিসাব .....ডেবিট To ব্যবসায়ী খরচ হিসাব (∵মালিকের পণ্য উত্তোলন কারবারী খরচ হিসেবে দেখানোর ভুল সংশোধন করা হলো)		১,০০০	১,০০০
ঘ.	হুন্ডি লেখকের হিসাব ..... ডেবিট To অনিশ্চিত হিসাব (∵৩,২০০ টাকার বিল ভুলে লেখকের হিসেবে ক্রেডিট করা হয় ২,৩০০ টাকার এবং এখন সংশোধন করা হলো)		৫,৫০০	৫,৫০০
ঙ.	নাজিম হিসাব ..... ডেবিট To নিজাম হিসাব (∵ নাজিমের পরিবর্তে নিজামের হিসাব ক্রেডিট করার ভুল সংশোধন করা হলো)		৫,০০০	৫,০০০
চ.	বিক্রয় হিসাব ..... ডেবিট To অনিশ্চিত হিসাব (∵ ২,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় ২০,০০০ টাকায় লেখার ভুল সংশোধন করা হলো)		১৮,০০০	১৮,০০০

ক্রমিক নং	বিবরণ	খঃ পৃঃ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ছ.	বেতন হিসাব ..... ডেবিট To জামাল হিসাব (∵ প্রদত্ত বেতন জামালের ব্যক্তিগত হিসাবে ডেবিট করার ভুল সংশোধন করা হলো)		৩,০০০	৩,০০০
জ.	অনিশ্চিত হিসাব ..... ডেবিট To সালাম হিসাব (∵ চালান মূল্য ৩,০০০ টাকার স্থলে ৩,৩০০ টাকা লেখাও ক্রেডিটের বদলে ডেবিট দিকে লেখার ভুল সংশোধন করা হলো)		৬,৩০০	৬,৩০০
ঝ.	রেজা হিসাব ..... ডেবিট To রাজা হিসাব (∵ রেজার পরিবর্তে রাজার হিসাবকে ডেবিট করার ভুল সংশোধিত হলো)		১০,০০০	১০,০০০
ঞ.	কলকব্জা হিসাব ..... ডেবিট To বিক্রয় হিসাব (∵ নিটল কোং এর পণ্য হলো কলকব্জা এবং তা বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় হিসাব ক্রেডিটের পরিবর্তে কলকব্জা হিসাবকে ক্রেডিট করার ভুল সংশোধন করা হলো)		১,০০,০০০	১,০০,০০০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিল তৈরীর পূর্বেই একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী ভুল ধরা পড়লে তা কিভাবে সংশোধন করা যায় ?

ক) সংশোধনী জাবেদার মাধ্যমে

খ) সমন্বয় জাবেদার মাধ্যমে

গ) কেটে সঠিকটি লিখে বা অন্তর যোগ/বিয়োগ করে

ঘ) কোনটি নয়।

২. রেওয়ামিল তৈরীর পর পরই একদিকে প্রভাব সৃষ্টিকারী কোন ভুল ধরা পড়লে কিভাবে সংশোধন করতে হবে ?

ক) ঐ ভুল অনিশ্চিত হিসাবে পাঠাতে হবে।

খ) অনিশ্চিত হিসাব ও সঠিক হিসাবকে নিয়ে জাবেদা লিখতে হবে।

গ) সঠিক হিসাব লিখলেই হবে।

ঘ) কেটে ঠিক করতে হবে।

৩. নামিক হিসাবের ভুল চূড়ান্ত হিসাবের পর ধরা পড়লে তা কিভাবে সংশোধন করা হবে ?

ক) এজন্য লাভ-ক্ষতি সমন্বয় হিসাব খুলে অনিশ্চিত হিসাবের বিপরীত দাখিলা দিতে হবে।

খ) অনিশ্চিত হিসাব খুলতে হবে।

গ) লাভ-ক্ষতি হিসাবকে ডেবিট করলে হবে।

ঘ) লাভ-ক্ষতি হিসাবকে ক্রেডিট করলে হবে।

পাঠ-৪

সমন্বয় সংক্রান্ত জাবেদা লিখন
Adjusting Entries

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- চূড়ান্ত হিসাব তৈরীর সময় সমন্বয়ী জাবেদা প্রদান করতে পারবেন
- সমন্বয়ী জায় চূড়ান্ত হিসাবের দুটি দিকে কিভাবে লিখতে হবে তা বলতে পারবেন

বিষয়বস্তু

রেওয়ামিল তৈরীর পর ভুল সংশোধন করে হিসাবরক্ষককে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ বা লোকসান কত তা বের করতে হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রেওয়ামিলের হিসাবগুলো বিবেচনায় আনলেই চলবে না। সংশ্লিষ্ট বছরের সব আয়-ব্যয় বিবেচনায় আনতে হবে। এমন অনেক আয় অথবা ব্যয় উক্ত বছরের শেষ দিন পর্যন্ত সংঘটিত হয় যা শেষ দিনেও সঠিকভাবে লেখা হয় না। আমরা দেখতে পাই হিসাব সনের সব লেন-দেন ঐ সময়ে সম্পাদিত হয় না। যেমন-ডিসেম্বরের বেতন জানুয়ারির ১/২ তারিখে দেয়া হয়। আবার কিছু লেন-দেন অগ্রিম সম্পাদিত হয় যা সংশ্লিষ্ট হিসাব লেন-দেন করা হলে হয় তাকে সমন্বয়ী জাবেদা বলে। একে প্রকৃত জাবেদাও বলা হয়ে থাকে। সমন্বয়ী জাবেদা দাখিলা রেওয়ামিলের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এজন্য এদের হিসাবভুক্তি দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে চূড়ান্ত হিসাবে দুইবার দেখাতে হয়। নিম্নে এ ধরনের কিছু সমন্বয়ী জাবেদার উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

১. **সমাপনী মজুত পণ্য (Closing Stock) ঃ** সমাপনী মজুত পণ্য রেওয়ামিলে দেখানো হয় না। প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ও ক্রয় থেকে বিক্রয় বাদ দিলেই সমাপনী মজুত পণ্য পাওয়া যায়। এটা হিসাবে না দেখালে সঠিক লাভ-ক্ষতি নিরূপণ হবে না। সমাপনী মজুতের মূল্য ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্যের যেটা কম তার আলোকে ধরা হয়। এ অংক হিসাবে না আনলে মুনাফা কম দেখানো হবে। তাই প্রকৃত জাবেদার মাধ্যমে প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় করতে হবে।

২.

সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	সমাপনী মজুত হিসাব .....ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্য সমন্বয় করা হলো)	***	***

দু'তরফা দাখিলা হবে নিম্নরূপ ঃ

ক) সম্পত্তি হিসাব

খ) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (ক্রেডিট)

২. **অবচয় (Depreciation) ঃ** সমস্ত সম্পত্তি সময়ের সাথে ক্ষয় হতে থাকে। অনন্তকাল কোন সম্পদ থাকে না। সম্পদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সম্পদের জীবনকাল নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু সম্পদ নিয়োগ করে লাভ অর্জন করা হয়, তাই এ ক্ষয়কে মূল্যে রূপান্তর করে মূল সম্পত্তির মূল্য ধরে রাখা হয়। এই ক্ষয়মূল্যকেই অবচয় বলে। এটা লাভ-ক্ষতি হিসাবে না আনলে প্রকৃত লাভ ক্ষতি নির্ণয় হবে না। বিশেষজ্ঞরা এটা নির্ধারণ করেন। সম্পদের আয়ুস্কাল ১০ বছর হলে অবচয় হবে ১০% এবং ২০ বছর হলে হবে ৫%। এ অংক লাভ থেকে বাদ দিতে হবে এবং সম্পত্তি হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে বা সম্পদের মূল্য থেকে বাদ যাবে। যেমন- ধরি, যন্ত্রপাতির মূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং এর আয়ুস্কাল ১০ বছর। সুতরাং অবচয় হবে ১,০০,০০০ এর ১০%=১০,০০০ টাকা।

সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (দু'তরফা দাখিলা দেখানো হলো) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	অবচয় হিসাব .....ডেবিট To যন্ত্রপাতি হিসাব (∵ ১০% হিসেবে ১০,০০০ টাকা অবচয় ধার্য করা হলো)	১০,০০০	 ১০,০০০
ঐ	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To অবচয় হিসাব (∵ অবচয় লাভ-ক্ষতি হিসাবের চার্জ করা হলো)	১০,০০০	 ১০,০০০

অর্থাৎ যন্ত্রপাতি থেকে বাদ যাবে এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট দিকে লিখতে হবে।

৩. **কু-ঋণ বা অনাদায়ী পাওনা (ইধফ উবনঃং) ঃ** প্রতিটি ব্যবসায়ে বাকী বিক্রী করার প্রচলন রয়েছে। সব দেনাদারই তার দেনা শোধ করে না। কেউ মারা যেতে পারে বা দেউলিয়াও হতে পারে। এভাবে পাওনা অর্থের যে অংকটি আর পাওয়া যাবে না বলে জানা যায় তাকে কু-ঋণ বলা হয়। এ অংক লাভ থেকে বাদ না দিলে প্রকৃত লাভ-ক্ষতির প্রতিফলন হবে না। তাই একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করে বিবিধ দেনাদার হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়। এর সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ(ধরি, বিবিধ দেনাদার ১০,০০০ টাকা এবং কু-ঋণ ১,০০০ টাকা) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	কু-ঋণ হিসাব .....ডেবিট To বিবিধ দেনাদার হিসাব (∵ ১,০০০ টাকা আর আদায় হবে না)	১,০০০	 ১,০০০
ঐ	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ হিসাব (∵ কু-ঋণের ১,০০০ টাকা লাভ-ক্ষতি হিসাবে চার্জ করা হলো)	১,০০০	 ১,০০০

মনে রাখতে হবে মানুষ মারা না গেলে যে কোন সময় কোন কারণে (দেউলিয়া স্বচ্ছল হলো) এ অর্থ আদায় হতেও পারে। সেক্ষেত্রে কু-ঋণ হিসাব যেহেতু বন্ধ এবং দেনাদার হিসাব থেকে ঐ অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে, তাই এমন ঘটনা ঘটলে নিম্নোক্ত সমন্বয়ী জাবেদা দিতে হবে ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
মার্চ ২৫ ২০০২	নগদান বা ব্যাংক হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ আদায় হিসাব (∵ অবলোপন করা কু-ঋণ পূনঃ আদায় হয়েছে)	১,০০০	 ১,০০০
ঐ	কু-ঋণ আদায় হিসাব ..... ডেবিট To লাভ-ক্ষতি হিসাব (∵ জের লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হলো)	১,০০০	 ১,০০০

৪. **অনাদায়ী পাওনা বা কু-ঋণ সঞ্চিতি (Reserve for Doubtful Debts) ঃ** যে দেনাদার তার দেনা কখনও শোধ করবেন না বলে ধরা হবে সেটা কু-ঋণ হিসেবে উপরোক্ত নিয়মে সমন্বিত হবে। কিন্তু কিছু পাওনা এমন থাকে যা পাওয়া যেতেও পারে, নাও পারে বলে সন্দেহ করা হয়। আর এমন পাওনার ক্ষতি যাতে ব্যবসায়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করতে না পারে এজন্য লাভ থেকে কিছু অর্থ-সঞ্চিতি হিসাবে রাখা হয়। একেই কু-ঋণ সঞ্চিতি বলে। একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করে বিবিধ দেনাদার থেকে বাদ দিতে হবে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (এখানেও নির্দিষ্ট শতকরা হার হিসাব করা হয় দেনাদারের উপর) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব (∵ বিবিধ দেনাদারের উপর **% কু-ঋণ সঞ্চিতি রাখা হল)	***	***
	কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব ..... ডেবিট To বিবিধ দেনাদার হিসাব (∵ বিবিধ দেনাদার থেকে **% কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাবে দেখানো হলো)	***	***

তবে এক্ষেত্রে দেনাদার হিসাব ক্রেডিট না করে দায় পাশে লেখা ভাল। এতে দেনাদারের হিসাব বন্ধ হবে না এবং সম্ভাব্য লোকসানের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হবে। পরবর্তী বছর এটা লাভ-ক্ষতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হয় এবং এথেকে নতুন সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট করা হয়।

৫. **বকেয়া খরচ (Outstanding - Unpaid Expenses) ঃ** বর্তমান বছরের খরচ যদি পরিশোধিত না হয় তাহলে ঐ খরচ বাদেই লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরী করলে তা প্রকৃত লাভ/ক্ষতি প্রদর্শন করবে না। যেমন-বকেয়া বেতন, বকেয়া বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। এ বকেয়া খরচ লাভ-ক্ষতি হিসাবের সংশ্লিষ্ট খরচের খাতে যোগ হবে এবং উদ্বর্তপত্রের দায় পাশে লিখতে হবে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, বেতন ১০,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বেতন হিসাব ..... ডেবিট To বকেয়া বেতন হিসাব (∵ বর্তমান বছরের ১০,০০০ টাকা এখনও পরিশোধ করা হয়নি)	১০,০০০	১০,০০০

৬. **প্রাপ্য/বকেয়া আয় (Accrued Income) ঃ** এমন কিছু আয় থাকে যা ব্যবসায়ী হিসাব সনে নগদে নাও পেতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে অবশ্যই পাবেন। এমন আয়কে হিসাবে না আনলে প্রকৃত লাভ/ক্ষতি দেখানো হবে না। তাই এর নির্দিষ্ট হিসাব খাতকে ক্রেডিট করে বকেয়া হিসাবকে ডেবিট করতে হয়। দু'তরফা দাখিলার জন্য একে সম্পত্তি পাশে দেখাতে হয়। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বকেয়া সুদ/লাভ হিসাব ..... ডেবিট To সুদ/লাভ হিসাব (∵ সুদ বা লাভ বকেয়া রয়েছে যা সমন্বিত করা হল)	***	***

৭. **অগ্রিম খরচ (Prepaid Expenses) ঃ** ব্যবসায়ের এমন অনেক খরচ আছে যার ফল পরবর্তীতেও পাওয়া যেতে পারে। আবার সংশ্লিষ্ট বছরে এর ফল অংশ বিশেষও পাওয়া যেতে পারে। যেমন-বছরের মাঝামাঝিতে বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ১০,০০০ টাকা দেয়া হল। ফল পাওয়া গেল অর্ধেক। তাহলে ৫,০০০ টাকা অগ্রিম খরচ হল। আবার বেতনাদী বা অন্য যে কোন খরচ অগ্রিম করতে হতে পারে যা বর্তমান বছরে দেখালে সঠিক লাভ/ক্ষতি দেখানো হবে না। তাই ঐ অগ্রিম খরচের অর্থ দিয়ে সংশ্লিষ্ট খরচের হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে। এবং ঐ অর্থ উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পাশে দেখাতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে এ অর্থ বাদ যাবে এবং সম্পত্তি পাশে লিখতে হবে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, অগ্রিম বেতন ৫,০০০ টাকা প্রদত্ত হয়েছিল) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অগ্রিম বেতন হিসাব ..... ডেবিট To বেতন হিসাব (∵ অগ্রিম বেতন সমন্বয় করা হল)	৫,০০০	৫,০০০

৮. **অগ্রিম প্রাপ্ত আয় (Income Received in Advance) ঃ** কোন আয় এমন হতে পারে যা সংশ্লিষ্ট বছরের নয় পরবর্তী বছর বা বছরসমূহের। এ আয় যদি সংশ্লিষ্ট বছরেই দেখানো হয় তাহলে তা সঠিক দেখানো হবে না। যেমন-৫ বছরের শিক্ষানবিশ সেলামী একসাথে পাওয়া গেল বা কমিশনের অর্থ অগ্রিম পাওয়া গেল যার কাজ পরবর্তী বছরে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রিম আয় সংশ্লিষ্ট আয় খাত থেকে বাদ দিতে হবে এবং উদ্বর্তপত্রের দায় পাশে দেখাতে হবে।

সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, শিক্ষানবিশ সেলামী ৫ বছরের জন্য ৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল ০১.০১.০২ তারিখে) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
ডিসেম্বর ৩১ ২০০২	শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাব ..... ডেবিট To অগ্রিম প্রাপ্ত সেলামী হিসাব (∵ অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সেলামী সমন্বয় করা হল)	৪,০০০	 ৪,০০০

৯. **আকস্মিক দুর্ঘটনার মজুত পণ্য নষ্ট (Accidental Losses to Stock) জনিত ক্ষতি ঃ** আকস্মিক কোন কারণে (যেমন- অগ্নি, নৌকাডুবি, চুরি, জাহাজডুবি, বন্যা ইত্যাদি) মজুত পণ্য নষ্ট হতে পারে। এ ক্ষতি যদি সমন্বয় করা না হয় তাহলে মোট মুনাফা (Gross Profit) কম হয়ে যাবে। কারণ মজুত পণ্য কম থাকবে যার মূল্য কম হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট হবে। এজন্য এ ক্ষতির কারণে বীমা কোং থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় বীমা দাবী বাদ দিয়ে লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখনো উচিৎ। বীমা কোং কোন ক্ষতিপূরণ করলে ঐ টুকু বীমা দাবী হিসাবে ডেবিট করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে এবং সে অনুযায়ী সমন্বয়ী জাবেদা দিতে হবে (ধরি, আগুনে বিনষ্ট পণ্য ১০,০০০ টাকার)।

ক) **যখন পণ্য দ্রব্যের মোটেই বীমা করা থাকে না ঃ** এক্ষেত্রে সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (এটি সম্পূর্ণই ক্ষতি) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব (∵ মজুত পণ্য পুরাটাই ক্ষতি হয়েছে)	১০,০০০	 ১০,০০০

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ মোট মূল্যকে দেখানো হলো)	১০,০০০	 ১০,০০০

বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে জাবেদাটি হল ঃ

লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট ..... ১০,০০০ টাকা
To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ..... ১০,০০০ টাকা

মজুত পণ্য শুন্য হবে।

খ) মজুত পণ্য বীমাকৃত কিন্তু তা আংশিক বীমাকৃত বা আংশিক বীমাদাবী পূরণ করেছে বীমা কোম্পানী। এক্ষেত্রে সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, বীমা কোং ৮,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ অগ্নিতে বিনষ্ট ১০,০০০ টাকার মজুত পণ্যের ৮,০০০ টাকা বীমা কোং প্রদান করবে)	২,০০০ ৮,০০০	 ১০,০০০
	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব (∵ ২,০০০ টাকার পণ্য পুরাটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে)	২,০০০	 ২,০০০

বস্তুতঃ জাবেদাটি হল ঃ

বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট ৮,০০০ টাকা
লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট ২,০০০ টাকা
To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব..... ১০,০০০ টাকা

মজুত পণ্য সম্পত্তি পার্শ্বে ৮,০০০ টাকা থাকবে।

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ পূরো মজুত পণ্যের ক্ষতিপূরণ হয়েছে)	২,০০০ ৮,০০০	 ১০,০০০

গ) অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য পুরোটাই বীমাকৃত এবং বীমা কোং পুরো দাবীই পূরণ করেছে বা করবে। এক্ষেত্রে সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ পুরো মজুত পণ্যের ক্ষতিপূরণ হয়েছে)	১,০০০	 ১০,০০০

উদ্বর্তপত্রের সম্পত্তি পাশে মজুত পণ্য পূরোটাই দেখাতে হবে।

১০. **মূলধনের সুদ (Interest on Capital)** ঃ কোন সময় অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে মূলধনের সুদ হিসাবকে ডেবিট করে অংশীদারদের মূলধন বা চলতি হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়। অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি হিসাবে সুদ হিসাবকে ডেবিট করতে হবে এবং মূলধনের সাথে ঐ অর্থ যোগ করতে হবে উদ্বর্তপত্রে। সমন্বয়ী জাবেদা হবে নিম্নরূপ (ধরি, মূলধন ১,০০,০০০ টাকা ও সুদের হার ১০%) ঃ

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
	মূলধানের সুদ হিসাব ..... ডেবিট To মূলধন হিসাব (∵ মূলধনের উপর ১০% সুদ চার্জ করা হলো)	১০,০০০	 ১০,০০০

নিচে সংক্ষেপে আরো কিছু সমন্বয়ী এবং সমাপনী জাবেদা দাখিলা দেয়া হলো ঃ

ক) উত্তোলনের উপর সুদ (ধরি, ১,০০,০০০ এর উপর ৫%) ঃ

মূলধন/উত্তোলন হিসাব .....ডেবিট..... ৫,০০০ টাকা
To উত্তোলনের সুদ হিসাব..... ৫,০০০ টাকা

খ) মালিক কর্তৃক ব্যবহারের জন্য পণ্য উত্তোলন ১০,০০০ টাকা

উত্তোলন হিসাব ..... ডেবিট..... ১০,০০০ টাকা
To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ..... ১০,০০০ টাকা

গ) দেনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি (ধরি, ৫%। দেনাদার ১০,০০০ টাকা এবং কু-ঋণ সঞ্চিতি ১০%) ঃ

লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট ..... ৪৫০ টাকা
To দেনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব ..... ৪৫০ টাকা
{(দেনাদার — কু-ঋণ সঞ্চিতি) এর ৫%}

ঘ) পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি (Provision for Discounts on Creditors) ঃ (ধরি, বিবিধ পাওনাদার ১০,০০০ টাকা এবং বাট্টা সঞ্চিতি ১০%)

পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব ..ডেবিট..... ১,০০০ টাকা
To লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ১,০০০ টাকা

ঙ) অংশীদারের বেতন (বকেয়া রয়েছে) ৬০,০০০ টাকা ঃ

অংশীদারের বেতন হিসাব ..... ডেবিট ..... ৬০,০০০ টাকা
To অংশীদারের মূলধন বা চলতি হিসাব ..... ৬০,০০০ টাকা

উদাহরণ ঃ

২০০২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের নিম্নের সমন্বয়ী জাবেদা দাখিলা প্রদান করুন ঃ

১. ৩১.১২.২০০২ তারিখে মজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা হ'ল ৫০,০০০ টাকা।

২. আসবাব পত্রের মূল্য ৫০,০০০ টাকা যার উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।
৩. বিবিধ দেনাদার ৫০,০০০ টাকা কিন্তু এর ভেতর ১০,০০০ টাকা পাওয়া যবে না কখনো বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
৪. বিবিধ দেনাদার ৫০,০০০ টাকার উপর ১০% কু-ঋণ সঞ্চিতি ধার্য করতে হবে।
৫. মজুরী বাবদ ৫,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
৬. বিনিয়োগের উপর সুদ ১০,০০০ টাকা প্রাপ্য রয়েছে।
৭. বেতন হিসাবে ১০,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।
৮. একজন শিক্ষানবিশ ৩ বছরের জন্য সেলামী দিয়েছে ৩,০০০ টাকা।
৯. ৫,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে নষ্ট হয়েছে যার কোন বীমা করা ছিল না।
১০. ১০,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে নষ্ট হয়েছে যার পুরোটাই বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ করতে সম্মত হয়েছে।
১১. ১৫,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে যার মধ্যে ১০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বীমা কোম্পানি রাজি হয়েছে।
১২. পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি ১০% ধার্য করা হ'ল। বিবিধ পাওনাদার ৫০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে।

সমন্বয়ী জাবেদা

তারিখ ঃ ৩১.১২.২০২ইং

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	সমাপনী মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট	৫০,০০০	
	To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব		৫০,০০০
	(∵ সমাপনী মজুত পণ্য চূড়ান্ত হিসাবের সমন্বিত করা হলো)		
২.	অবচয় হিসাব ..... ডেবিট	৫,০০০	
	To আসবাবপত্র হিসাব		৫,০০০
	(∵ আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করা হলো)		
৩.	কু-ঋণ হিসাব ..... ডেবিট	১০,০০০	
	To বিবিধ দেনাদার হিসাব		১০,০০০
	(∵ বিবিধ দেনাদারের থেকে ১০,০০০ টাকা কখনো পাওয়া যাবে না বলে ধরা হয়েছে)		
৪.	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট	৫,০০০	
	To কু-ঋণ সঞ্চিতি হিসাব		৫,০০০
	(∵ কু-ঋণ সঞ্চিতি লাভ-ক্ষতি হিসাবে সমন্বিত হলো)		
৫.	মজুরী হিসাব ..... ডেবিট	৫,০০০	
	To বকেয়া মজুরী হিসাব		৫,০০০
	(∵ বকেয়া মজুরী সমন্বিত করা হলো)		
৬.	বিনিয়োগের বকেয়া সুদ হিসাব ..... ডেবিট	১০,০০০	
	To বিনিয়োগের সুদ হিসাব		১০,০০০
	(∵ বিনিয়োগের প্রাপ্য সুদ সমন্বিত হলো)		
৭.	অগ্রিম বেতন হিসাব ..... ডেবিট	১০,০০০	
	To নগদান হিসাব		১০,০০০
	(∵ অগ্রিম বেতন সমন্বয় করা হলো)		
৮.	শিক্ষানবিশ সেলামী হিসাব ..... ডেবিট	২,০০০	
	To অগ্রিম প্রাপ্ত সেলামী হিসাব		২,০০০
	(∵ অগ্রিম প্রাপ্ত শিক্ষানবিশ সেলামী করা হলো)		
৯. ক)	অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব ..... ডেবিট	৫,০০০	
	To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব		৫,০০০
	(∵ মোট পণ্য মুল্য ক্রয়-বিক্রয় হিসাবে দেখানো হলো)		

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
খ)	লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To অগ্নি বিনষ্ট মজুত পণ্য হিসাব (∵ পুরো ক্ষতিটা লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত হলো)	৫,০০০	৫,০০০
১০.	বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ পুরো মজুত পণ্যের ক্ষতি পূরণ করা হবে)	১০,০০০	১০,০০০
১১.	বীমা কোম্পানী হিসাব ..... ডেবিট লাভ-ক্ষতি হিসাব ..... ডেবিট To ক্রয়-বিক্রয় হিসাব (∵ আগুনে বিনষ্ট ক্ষতির ১০,০০০ টাকা পাওয়া যাবে এবং অবশিষ্ট ৫,০০০ লাভ-ক্ষতি হিসাবে সমন্বিত করা হলো)	১০,০০০ ৫,০০০	১৫,০০০
১২.	পাওনাদারের উপর বাট্টা সঞ্চিতি হিসাব .....ডেবিট To লাভ-ক্ষতি হিসাব (∵ বিবিধ পাওনাদারের উপর ১০% বাট্টা সঞ্চিতি ধার্য করা হলো)	৫,০০০	৫,০০০
	মোট =	১,২৭,০০০	১,২৭,০০০

পাঠ-সংক্ষেপ

- চূড়ান্ত হিসাবের জন্য বর্তমান বছরের হিসাবগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় রেওয়ামিল। আবার এমন কিছু লেন-দেন থাকে যা বর্তমান বছরে প্রাপ্য বা প্রদেয় যা পাওয়া যায়নি বা দেয়া হয়নি অথবা কিছু অর্থ অগ্রিম পাওয়া গিয়েছে বা প্রদত্ত হয়েছে। এসব লেন-দেনের যথার্থ প্রতিফলন যাতে চূড়ান্ত হিসাবে ঘটে এজন্য সমন্বয়ী জাবেদা দাখিলা প্রদান করতে হয়। এর কিছু বিশেষ নিয়ম আছে যা মেনে প্রকৃত জাবেদা এন্ট্রি করলে চূড়ান্ত হিসাব যথার্থভাবে তৈরী হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের জন্য কৃত লেন-দেনকে বর্তমান বছরের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য যে জাবেদা লেখা হয় তাকে কি বলে ?
   ক) জাবেদা খ) সমন্বয়ী জাবেদা গ) সমন্বয় ঘ) খতিয়ান

২. সমন্বয়ী জাবেদা দাখিলা রেওয়ামিলের —
   ক) অন্তর্ভুক্ত হয় না খ) অংশ গ) আগে লিখতে হয় ঘ) অন্তর্ভুক্ত থাকে

৩. সাধারণতঃ সমন্বয়ী জাবেদার হিসাবভুক্তি চূড়ান্ত হিসাবে কয়বার দেখাতে/লিখতে হয় ?
   ক) ১ বার খ) ৪ বার গ) ২ বার ঘ) ৩ বার

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. অশুদ্ধির শ্রেণীভেদ উল্লেখ করুন।
২. অনিশ্চিত হিসাব বলতে আপনি কি বুঝেন ?
৩. অনিশ্চিত হিসাব ব্যবহারের উদ্দেশ্যবলী উল্লেখ করুন।
৪. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত ভুলগুলি সংশোধনের নিয়মাবলী উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
৫. একটি মাত্র হিসাবকে প্রভাবিত করে এমন ভুল সংশোধনের নিয়মাবলী উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
৬. একাধিক হিসাবকে প্রভাবিত করে এমন ভুল সংশোধনের নিয়মাবলী উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।
৭. নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সমন্বয়ী জাবেদা লেখার নিয়ম উল্লেখ করে উদাহরণ দিন ঃ
   ক) সমাপনী মজুত পণ্য খ) অবচয় গ) কু-ঋণ ঘ) কু-ঋণ সঞ্চিতি

ঙ) বকেয়া খরচ চ) বকেয়া আয় ছ) অগ্রিম খরচ জ) অগ্রিম প্রাপ্ত আয়
ঝ) অগ্নিতে বিনষ্ট মজুত পণ্য ঞ) মূলধনের সুদ বা লাভ।

৮. নিম্নলিখিত ভুলগুলির সংশোধনী জাবেদা লিখুন ঃ

ক) সাইফুল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত ২,০০০ টাকা ভুলবশতঃ সাব্বিরের হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে।
খ) কলকব্জা ক্রয় ভুলবশতঃ আসবাবপত্র হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
গ) মেশনি সংস্থাপন ব্যয় ১,০০০ টাকা ভুলক্রমে মজুরি হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
ঘ) জসিমের থেকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় ভুলক্রমে শামীমের হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।
ঙ) ক্রয় বইয়ের যোগফল ১,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
চ) বিক্রয় বইয়ের যোগফল ৫,০০০ টাকা কম দেখানো হয়েছে।
ছ) ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়, ক্রয় হিসাবে ৫০০ টাকা দেখানো হয়েছে।
জ) পুরানো আসবাবপত্র বিক্রয় ২০,০০০ টাকা ভুলবশতঃ বিক্রয় হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে।
ঝ) আহমদকে ৫,০০০ টাকা দেয়া হয়েছে যা ভুলক্রমে তাঁর হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়েছে।
ঞ) ৫,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়, ক্রয় বইতে লেখা হয়েছে।

৯. প্রয়োজনীয় জাবেদা দাখিলা প্রদানপূর্বক নিম্নলিখিত অশুদ্ধিগুলি সংশোধন করুন ঃ

ক) হাসানের নিকট পণ্য বিক্রয় ৫,০০০ টাকা হাসিনার হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
খ) ইউ.ডি.এ শহীদকে প্রদত্ত বেতন ৪,০০০ টাকা তার ব্যক্তিগতহ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
গ) মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৮০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছিল যা ভুলক্রমে ব্যবসায়ী খরচ হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
ঘ) বিক্রয় ফেরত ৫০০ টাকা ভুলে ক্রয় বইতে লেখা হয়েছে।
ঙ) ক্রয় বইয়ের যোগফল ১,০০০ টাকা বেশি দেখানো হয়েছে।
চ) ৯,০০০ টাকার মাল বাকী বিক্রী করে ভুলক্রমে বিক্রয় হিসাবে ৯০০ টাকা লেখা হয়েছে।
ছ) ব্যাংকে সুদ জমা হয়েছে ২,০০০ টাকা যার জন্য নগদান বইতে কোন দাখিলা দেয়া হয়নি।
জ) প্রাপ্ত কমিশন ১,০০০ টাকা কমিশন হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।
ঝ) সাঈদকে দেয়া ১,০০০ টাকা সাঈদের হিসাবে ১,১০০ টাকা ক্রেডিট করা হয়েছিল।
ঞ) বোরহানের নিকট থেকে ৫০০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল যা বোরহানের হিসাবে ডেবিট করা হয়েছিল।

১০। ৩১.১২.২০০২ তারিখের নিম্নের সমন্বয়ী জাবেদাগুলো কিভাবে লিখবেন তা দেখান ঃ

ক) সমাপনী মজুত পণ্য ছিল যার মূল্য ৫৫,০০০ টাকা।
খ) উত্তোলনের উপর ৫০০ টাকা সুদ ধার্য করা হয়েছে।
গ) প্রাপ্য কমিশন ৫০০ টাকা যা এখনও পাওয়া যায়নি।
ঘ) যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় ৩,০০০ টাকা মেরামত হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে।
ঙ) ৫,০০০ টাকার মজুত পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে যার ভেতর ৩,০০০ টাকা বীমা কোম্পানী প্রদান করবে।
চ) দালানো উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে। দালানের মূল্য ১,০০,০০০ টাকা।
ছ) দেনাদারের উপর ১% বাট্টা সঞ্চিতি রাখতে হবে। বিবিধ দেনাদারের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা।
জ) একজন দেনাদার দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ায় তার কাছে প্রাপ্য ১,০০০ টাকা আর পাওয়া যাবে না।
ঝ) পাওনাদারের উপর ২% বাট্টা সঞ্চিতি রাখতে হবে। বিবিধ পাওনাদার হিসাব ছিল ১২,০০০ টাকা।
ঞ) ১০,০০০ টাকার বেতন এখনও দেওয়া হয়নি।
ট) মজুরী ৫০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।
ঠ) ২০০৩ সালের শিক্ষানবিশ সেলামী গ্রহণ করা হয়েছে। এর পরিমাণ হলো ১,০০০ টাকা।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.১	ঃ	১. ঘ ;	২. গ ;	৩. খ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.২	ঃ	১. গ ;	২. ক।	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.৩	ঃ	১. গ ;	২. খ ;	৩. ক।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১১.৪	ঃ	১. খ ;	২. ক ;	৩. গ।